পরীক্ষা বাতিলকে আমরা কখনোই সমর্থন করি না: হাসনাত আব্দুল্লাহ

স্টাফ রিপোর্টার

প্রকাশিত: ১১:২৯, ২১ আগস্ট ২০২৪

হাসনাত আব্দুল্লাহ। ফাইল ফটো

পরীক্ষা বাতিল করার বিষয়কে আমরা কখনোই সমর্থন করি না বলে মন্তব্য করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ। মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) রাত ৯ টায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

UNIBOTS

এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা মঙ্গলবার সচিবালয়ের গেট ভেঙে সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে একটি অস্থিতিশীল এবং অপ্রত্যাশিত পরিবেশ তৈরি করেছেন উল্লেখ করে হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন,

এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা সচিবালয়ে শিক্ষা সচিব মহোদয় থেকে শুরু করে আমাদের সবাইকে অবরুদ্ধ করে এক ধরনের বিচ্ছিন্ন অবস্থা অর্থাৎ সেখানে যে ভাঙচুর করা হয়। সেজন্য সচিব মহোদয় শিক্ষা উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

হাসনাত বলেন, পরীক্ষা বাতিল করার বিষয়কে আমরা কখনোই সমর্থন করি না। কারণ পরীক্ষা ছাড়া একটা শিক্ষার্থীকে কখনোই মূল্যায়ন করার সুযোগ নেই। পরীক্ষায় হচ্ছে একটি শিক্ষার্থীর মেধা মূল্যায়নের একমাত্র মাধ্যম।

এই যে পরীক্ষা ছাড়া মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে যারা প্রকৃত মেধাবী যারা সারা বছর ধরে পড়াশোনা করেছে, তাদেরকে মূলত অনুৎসাহিত করা হলো। সুতরাং আমরা চাইবো আর কখনোই এই ধরনের ডিসিশনের যেন চাপে পড়েই হোক বা যেকোনো কারণেই হোক পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

রাজধানী জুড়ে দাবি দাওয়া নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের আন্দোলন নিয়ে হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে আহ্বান জানাবো যে ১৬ বছরের ক্ষত কখনোই ১৬ দিনে শুকায় না। তার জন্য সময় দিতে হয়। আপনারা বিভিন্ন দাবিতে এখন আন্দোলন করছেন, দেখুন ১৬ বছরের একটি ডিফল্ট সিস্টেমকে স্বাভাবিকীকরণের জন্য সরকারকে একটি সময় দিতে হবে।

এখন আপনারা এই সংকটকালীন সময়টিকে পুঁজি করে যদি অস্থিতিশীল করতে চান, তাহলে আমরা ধরে নিব আপনারা এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছেন। তিনি আরো বলেন, এখন দেখা যাচ্ছে যারা গত ১৬ বছর ফেসবুকে একটি কমেন্ট করত না, পোস্টে রিয়েক্ট করতো না, তারা মতামত প্রকাশ করতো না, স্বৈরাচারের দোসর হিসেবে কাজ করেছে তারাও এখন শাহবাগে নেমে যাচ্ছে, তারাও এখন সচিবালয় ঘেরাও করছে, তারাও এখন প্রেসক্লাবে নেমে যাচ্ছে। আমরা এগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখছি। আপনারা সরকারকে সময় দিন। সরকার কাজ করছে।

কোনো পক্ষের কোনো দাবি যদি ন্যায্য হয় এবং সরকার আলোচনার পরে না মেনে নেয়, তাহলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকারকে দাবি মেনে নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করবে বলেও জানান তিনি।

দাবি জানানোর জন্য কিছু কাঠামোগত প্রক্রিয়া রয়েছে বলে হাসনাত বলেন, প্রথমে টেবিল টক, তারপর স্ট্রিট টক। কিন্তু প্রথমেই তারা স্ট্রিক টকে চলে যায়, তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে আমাদের রাষ্ট্রের যে ফাংশনগুলো রয়েছে সেগুলোকে যারা বিতর্কিত করতে চায় তাদেরকে সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

তিনি বলেন, আজকে ডিএমপি কমিশনারের সঙ্গে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ মিটিং হয়েছে। জনশৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী তারা ডিমোরালাইজড হয়ে গেছে। তারা যেন কাজে ফিরে সেটির জন্য আমরা একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। সেটির আমরা একটি খসড়া করেছি।

আমরা আশা করি, আগামী দুই দিনের মধ্যে আমরা বিভিন্ন থানায় থানায় আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে ‘রিভাইবেল অফ দা স্প্রিট’পরিকল্পনা গ্রহণ করব। যেটি দিয়ে ছাত্র নাগরিক এবং পুলিশের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আবার পুলিশকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাঠে নিয়ে আসার জন্য আমরা চেষ্টা করব।